সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

রূপগঞ্জে "আর্মি হাউজিং স্কিম" বাতিল, মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিরপেক্ষ ও বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার দাবি

ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১১: আজ ৮টি বেসরকারি সংস্থার পক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে গত ২৩ অক্টোবর ২০১০ নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানায় 'আর্মি হাউজিং স্কিম' প্রকল্পের জমি ক্রয়কে কেন্দ্র করে সংঘটিত সহিংসতায় মৌলিক মানবাধিকার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা লঙ্ঘিত হয়েছে উল্লেখ করে ঘটনার নিরপেক্ষ ও বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।

৮টি সংগঠনের পক্ষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র'র নির্বাহী পরিচালক এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল এক লিখিত বিবৃতিতে বলেন: "গত ২৩ অক্টোবর ২০১০ সংঘটিত সহিংসতায় সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় প্রকল্পের অনুমোদন হয়নি। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব বিবেচিত হয় নি। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ন্যায়বিচার লঙ্ঘিত হয়েছে। রূপগঞ্জের কথিত 'আর্মি হাউজিং স্কিম প্রকল্প'র স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে অনুমোদন গৃহিত হয়েছে বিধায় জনস্বার্থে বিষয়টির স্থায়ী নিস্পত্তি জরুরী বলে আমরা মনে করি।"

"ভূমি যার, অধিকার তার - প্রেক্ষিত রূপগঞ্জ: চাই আইনের সঠিক প্রয়োগ, স্বচ্ছতা ও মানবাধিকারের নিশ্চয়তা" বিষয়ের ওপর আয়েজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন একশন এইড বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির, এএলআরডি'র নির্বাহী পরিচালক জনাব শামসুল হুদা, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবি সমিতি (বেলা) এর নির্বাহী পরিচালক রিজওয়ানা এম. হাসান, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর নির্বাহী পরিচালক মহসিন আলী খান, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম, নিজেরা করি এর সমন্বয়কারী খুশি কবির এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান।

উল্লেখ্য, আর্মি হাউজিং স্কিমের জমি ক্রয়কে কেন্দ্র করে বিগত ২৩ অক্টোবর ২০১০ এ সংঘটিত সহিংসতায় ১ জন নিহত, ১৭ জন আহত এবং অন্তত ৩ জন ব্যক্তি নিখোঁজ হন। ঘটনার ৩ মাস পরেও সরকার বা সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কোন তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত না হওয়ায় উক্ত ৮টি সংগঠন এলাকাবাসীর সাথে আলোচনা, সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রাসঙ্গিক দলিল বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ে তাদের অবস্থান ও সুপারিশ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করে। উল্লেখ্য, সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে একাধিকবার যোগাযোগ করেও ৮টি সংগঠন সাক্ষাতকারের কোন সুযোগ পায়নি।

এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল বলেন: "রূপগঞ্জে হতাহতের ঘটনা, তার নিরপেক্ষ তদন্ত না হওয়া এবং দোষীদের আইনী প্রক্রিয়ার মুখোমুখি না করা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার অস্বীকার করার শামিল। আইনী প্রক্রিয়া দূরে থাক এমনকি সঠিকভাবে দাফন করার সুযোগও পাননি নিহত মোস্তফা জামাল হায়দারের পরিবার। দায়ের করা মামলাতে পরিবর্তন আনা হয়েছে ৮ বার।" সংবাদ সম্মেলনে আরো দাবি জানানো হয় যে, যে তিনজন ব্যক্তি নিখোঁজ রয়েছে অবিলম্বে তাদের সন্ধান নিশ্চিত করে দেশে আইনের শাসনের প্রতি সেনাবাহিনী, র‍্যাব ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, তথা সরকারের শ্রদ্ধাশীলতার প্রমাণ দিতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে ৯ দফা সুপারিশ তুলে ধরে বলা হয়, রূপগঞ্জ থানার কায়েতপাড়া ও রূপগঞ্জ ইউনিয়নের জনমতের বিরুদ্ধে কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন না করে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত

আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ৭/১৭, ব্লক - বি, লালমাটিয়া, ঢাকা ১২০৭, বাংলাদেশ। ফোন: ৮৮০-২-৮১২৬১৩৪, ৮১২৬১৩৭
৮১২৬০৪৭। ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১২৬০৪৫, ইমেইল: ask@citechco.net

সিদ্ধান্ত নিতে জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ, বিশেষ করে ভূমি যার, অধিকার তার, এই সত্যকে সমুন্নত রাখতে হবে। জনমতের বিরুদ্ধে থাকায় সংবাদ সম্মেলনে "আর্মি হাউজিং স্কিম" বাতিলের দাবি জানানো হয়।

ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনস্বার্থ পরিপন্থী কর্মকান্ডের জন্য কিছু সেনা সদস্যের ভূমিকা প্রচলিত ভূমি দস্যুতার সাথে তুলনীয় বলে সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়। গুলিবর্ষণের ঘটনায় নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি জানিয়ে দায়ী ব্যক্তিদের স্বচ্ছ বিচারের মুখোমুখি করার দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে। নিহত ও আহতদের স্বজনদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়ে এ ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তসহ ন্যায়বিচার দাবি করেন।

"আর্মি হাউজিং স্কিম"টি রাজউক এর মাস্টার প্ল্যানের "মূল বন্যা প্রবাহ এলাকা" হিসেবে চিহ্নিত থাকায় প্রয়োজনীয় সমীক্ষা ও আইনী অনুমোদন ছাড়া প্রকল্পটির বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ উল্লেখ করে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় প্রকল্পটি জলাশয় হিসেবে চিহ্নিত এলাকায় প্রস্তাব করা হয়েছে যা আইন, পরিবেশ ও জনস্বার্থ পরিপন্থী।

ভূমি দখলের প্রক্রিয়ায় সরকার, সেনাবাহিনী ও বেসরকারি আবাসন কোম্পানীগুলোর অপতৎপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে রূপগঞ্জের মানুষ প্রতিবাদমুখর হওয়ায় এই সহিংসতার ঘটনার জন্ম দেয়। কায়েতপাড়া ও রূপগঞ্জ ইউনিয়নের ২৪টি মৌজার ৪০টি গ্রামের ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি হস্তান্তরে অলিখিত বাঁধা সৃষ্টি করে তা সেনা আবাসন প্রকল্পের জন্য বাজারদরের তুলনায় অবিশ্বাস্য কম মূল্যে, জোরপূর্বক কেনার অপচেষ্টা করা হয়। এর বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর আপত্তি ও উদ্বেগকে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, প্রশাসন এবং সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাগণ যথাযথ মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়।

গণমাধ্যম যোগাযোগ

এস. এম. রিজওয়ান - উল - আলম
পরিচালক - আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মোবাইল: ০১৭১৩ ০৬৫০১২
rezwan@ti-bangladesh.org

এবং

সাঈদ আহমেদ
সিনিয়র সমন্বয়ক - মিডিয়া এন্ড ইন্টারন্যাশনাল এ্যাডভোকেসি
আইন ও সালিশ কেন্দ্র
মোবাইল: ০১৭১১১৮১১৫২
sayeed_bangla@yahoo.com